কালের কণ্ঠ

তারিখ 31 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

প্রাথমিক শিক্ষার সংকট কাটাতে বিশেষ কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীতকরণসহ নানা সংকট নিরসনে ২৫ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই সংকট কাটাতে করণীয় ঠিক করা হবে। গতকাল শনিবার প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত এক কর্মশালায় এসব তথ্য জানা গেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর মিলনায়তনে গতকাল এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আলমগীরের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হুমায়ুন খালিদ, অতিরিক্ত সচিব নজরুল ইসলাম খান প্রমুখ। এতে প্রধান অতিথি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, '২০১১ সালেই প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটা হয়েছে ২০১৬ সালে। আমরা ইতিমধ্যে প্রায় ৭০০ স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত খুলেছি। শিক্ষক ও অবকাঠামো সংকটের কারণে তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। আমরা পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী না রাখার ব্যাপারে মত দিয়েছিলাম, কিন্তু কেবিনেট মত দেয়নি। এতে পঞ্চম শ্রেণি শেষেও মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকল। আপাতত ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পরিদর্শনের দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হাতেই থাকছে।'

কর্মশালায় আলোচকরা বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত কারিকুলাম প্রণয়ন ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। এখন সম্প্রসারিত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত নতুন কারিকুলাম হবে, নাকি ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির জন্য নতুন পাঠ্যক্রম রচনা হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রাথমিক স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চালু করার মতো অবকাঠামো রয়েছে মাত্র এক হাজার স্কুলে। বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির বিদ্যালয়গুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ই পরিচালনা করছে। তবে এবার থেকে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা নেবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি স্কুলের পেছনে দুই মন্ত্রণালয়কেই ছোটাছুটি করতে হবে। এ ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে হলেও ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বেতন দিতে হয়। এ ধরনের নানাবিধ সংকট নিরসনে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

কর্মশালায় জানানো হয়, চলতি বছরের জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানেই আটটি সাধারণ বোর্ড ও একটি মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে। মন্ত্রণালয় এ লক্ষ্যে প্রায় ১২০ কোটি অর্থ বরাদ্দের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে আবেদন করবে। আগের মতোই শিক্ষার্থীদের বোর্ড ফি বহাল থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীতকরণসহ নানা সংকটে ২৫ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।